220690 - হদোয়তে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে আর উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থকেে

প্রশ্ন

কভিাবে আমরা আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه

আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয়) ও তাঁর বাণী:

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা হদোয়তে দনে) এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আল্লাহ্আমাদরেকে যে ফতিরাতরে উপর সৃষ্টি করছেনে আমি সে ফতিরাতরে উপর থাকার চষ্টো করি এবং তনিি যা কছিুর উপর ঈমান আনতে আমাদরেকে আদশে করছেনে সগেুলোর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার চষ্টো করি। কন্তিু ইদানংি আমার কাছে এই বষিয়ে শয়তানরে কুমন্ত্রণা আসা শুরু হয়ছে। তাই আমি এ বষিয়ে জবাব পতেে চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

তাওফকি ও হদোয়তে আল্লাহ্র হাতে। তনিি যাকে হদোয়তে দতিে চান তাকে হদোয়তে দনে; আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তাকে পথভ্রষ্ট করনে। আল্লাহ্তাআলা বলনে: "এটা আল্লাহ্র পথনর্দিশে, তনিি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা হদিায়াত করনে। আল্লাহ্যাকে বভি্রান্ত করনে তার কোন হদোয়াতকারী নইে।"[সূরা যুমার, ৩৯:২৩] তনিি আরও বলনে: "আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করনে এবং যাকে ইচ্ছা সঠকি পথে রাখনে।"[সূরা আনআম, ৬:৩৯] তনিি আরও বলনে: "আল্লাহ্যাকে পথ দখোন সে-ই পথ পায় এবং যাদরেকে তনিি পথভ্রষ্ট করনে তারাই ক্ষতগ্রিস্ত।"[সূরা আল-আরাফ, ৭:১৭৮]

একজন মুসলমি তার নামাযে দোয়া কর:ে "আমাকে সরল পথে অটল রাখুন।"[সূরা ফাতহিা, ১:৬] যহেতেু বান্দা জানে যে,

হদোয়তে আল্লাহ্র হাত। তা সত্ত্বওে বান্দা হদোয়তেরে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে আদষ্টি। ধর্যৈ রাখা, অবচিল থাকা এবং সরল পথে পথচলা শুরু করতে আদষ্টি। কারণ আল্লাহ্তাকে প্রাজ্জ্বল ববিকে-বুদ্ধি দয়িছেনে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দয়িছেনে; যা দয়িে সে ভাল কংিবা মন্দ, হদোয়তে কংিবা পথভ্রষ্টতা নর্িবাচন করতে পার। যদি বান্দা প্রকৃত উপকরণগুলো ব্যবহার করে এবং আল্লাহ্তাকে হদোয়তে দনি এর জন্য সচষ্টে থাকে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থকেে সে তাওফকিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্তাআলা বলনে: "এভাবইে আমি একদলকে আরকেদল দ্বারা পরীক্ষা করছে;ি কনেনা তারা বলতে পারত, 'আল্লাহ্কি আমাদরে মধ্য থকেে এদরেকইে অনুগ্রহ করলনে?' কৃতজ্ঞদরে সম্পর্কে আল্লাহ্ই কি সবচয়েে বশেী অবগত নন?"[সূরা আনআম, ৬:৫৩]

এই যে মাসয়ালাটি কছিু কছিু মানুষরে কাছে জটলিতা তরৈী করে সটো নয়িে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) দীর্ঘ আলোচনা করছেনে; তনিি বলনে: "যদি সব কছিুর উৎস হয় আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছা এবং সব কছিু তাঁর হাতইে থাকে তাহলে মানুষরে পথ কী? যদি আল্লাহ্তাআলা মানুষরে পথভ্রষ্ট হওয়া ও হদোয়তে না-পাওয়া তাকদীরে রাখনে তাহলে মানুষরে উপায় কী? আমরা বলব: এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ্তাআলা কবেল তাকইে হদোয়তে দান করনে যে হদোয়তে পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাকইে পথভ্রষ্ট করনে যে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ্তাআলা বলনে: "কন্িতু তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ্ও তাদরে অন্তরকে বাঁকা করে দলিনে।"[সূরা আছ-ছফ, ৬১:৫] তনিি আরও বলনে:"অতএব তাদরে অঙ্গীকার ভঙ্গরে কারণে আমি তাদরেকে অভসিম্পাত দয়িছে িএবং তাদরে অন্তরসমূহ কঠনি করছে।ি তারা শব্দসমূহরে সঠকি অর্থ বকিৃত কর। তাদরেকে যা স্মরণ করয়িে দওেয়া হয়ছেলি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তারা ভুলে গয়িছে।ে"[সূরা আল-মা'ইদাহ, ৫:১৩]

আল্লাহ্পরস্কিারভাবে উল্লখে করছেনে য,ে তনিি যে বান্দাকে পথভ্রষ্ট করছেনে তাকে পথভ্রষ্ট করার কারণ সে বান্দার পক্ষ থকেইে। বান্দা তো জানে না আল্লাহ্তার তাকদীরে কী রখেছেনে। যহেতেু তাকদীরকৃত বষিয়টি সংঘটতি হওয়ার পর সে তাকদীররে কথা জানতে পার। সে জানে না য,ে আল্লাহ্কি তাকে পথভ্রষ্ট হসিবেে তাকদীরে রখেছেনে; নাকি হদোয়তেপ্রাপ্ত হসিবে?ে সুতরাং সে নজিে ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করে কনে আপত্তি আরোপ করবে যে আল্লাহ্ই তার জন্য সটো চয়েছেনে! তার জন্য কী এটাই উপযুক্ত ছলি না য,ে সে নজিে হদোয়তেরে পথে চলবে এবং এরপর বলব:ে নশ্চিয় আল্লাহ্আমাকে সঠকি পথে পরচিালতি করছেনে।

এটা কী তার জন্য সমীচীন যে পথভ্রষ্ট হওয়ার ক্ষত্রেে সে জাবারয়িা (নয়িতবিাদী) হব,ে আর আনুগত্যরে সময় সে কাদারয়িা (তাকদীর অস্বীকারকারী) হব!ে কক্ষনো নয়, পথভ্রষ্টতা ও গুনাহর ক্ষত্রেে কোন মানুষরে জাবারয়িা হওয়া সমীচীন নয় য,ে পথভ্রষ্ট হয়ে কংিবা গুনাহ করে সে বলব:ে এটি আমার জন্য লখো ছলি ও তাকদীরে ছলি, আল্লাহ্আমার জন্য যা ফয়সালা করে রখেছেনে সটো থকেে বরে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। রিযিকের বিষয়টির চেয়ে হেদায়েতের বিষয় অধিক প্রচ্ছন্ন নয়। সকলের কাছেই সুবিদিত যে, মানুষের রিযিক পূর্বনির্ধারিত (তাকদীরকৃত)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ রিযিক লাভের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার চেষ্টা করে; নিজের দেশে থেকে, বিদেশে গিয়ে, ডানে, বামে। কেউ নিজ বাড়ীতে বসে থেকে বলে না যে: আমার জন্য যে রিযিক নির্ধারণ করা আছে সেটা আমার কাছে আসবেই। বরং রিযিক লাভের উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করে। অথচ রিযিকের সাথে আমলের কথাও আছে; যেমনটি হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে।

নেক আমল বা বদ আমল করা যেমন লিপিবিদ্ধ ঠিক তেমনি রিযিকিও লিপিবিদ্ধ। তাহলে দুনিয়ার রিযিক তালাশ করার জন্য আপনি ডানে যান, বামে যান, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান; অথচ আখিরাতের রিযিক তালাশ করা ও চূড়ান্ত সুখ লাভে সফল হওয়ার জন্য আপনি নেকে আমল করবেন না!!

অথচ দুটো একই ধরণের। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আপনি যেমন রিযিকের জন্য চেষ্টা করেন, নিজের জীবন ও বয়সকে প্রলম্বিত করার প্রচেষ্টা করেন: আপনি অসুস্থ হলে পৃথিবীর আনাচকোনাচে ভাল ডাক্তারের অনুসন্ধান করেন যিনি আপনার রোগের চিকিৎসা দিতে পারবে। অথচ আপনার আয়ু যতটুকু নির্ধারণ করা আছে তার চেয়ে একটুও বাড়বে না, কিংবা কমবে না। আপনি তো এর উপর নির্ভর করে বসে থাকেন না এবং বলেন না যে, আমি অসুস্থ হয়ে আমার ঘরে পড়ে থাকব; আল্লাহ্‌যদি আমার আরও দীর্ঘ হায়াত নির্ধারণ করে রাখেন (তাকদীরে রাখেন) তাহলে হায়াত দীর্ঘায়িত হবেই। বরং আমরা দেখতে পাই যে, আপনি আপনার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন, সন্ধান করেন যাতে করে এমন কোন ডাক্তার খুঁজে পান যার হাতে রোগ থেকে সুস্থ হওয়া আল্লাহ্‌নির্ধারণ করে রেখেছেন।

তবে আপনার আখিরাতের ও সৎকর্মের পন্থা কেন দুনিয়ার কর্মপন্থার মত হয় না? ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ক্বাযা বা আল্লাহ্‌র ফয়সালা হচ্ছে এমন এক গোপন গূঢ় রহস্য যা জানা সম্ভবপর নয়।

এখন আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে:

- এক পথ আপনাকে নিরাপত্তা, সফলতা, সুখ ও সম্মানে পৌঁছাবে।
- অপর পথ আপনাকে ধ্বংস, অনুতপ্ততা ও অসম্মানে পৌঁছাবে।

আপনি এখন এ দুটো রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনি স্বাধীন। এমন কেউ নাই যে আপনাকে ডানের রাস্তায় চলতে বাধা দিবে কিংবা বামের রাস্তায় চলতে বাধা দিবে। আপনি চাইলে এই পথেও যেতে পারেন এবং ঐ পথেও যেতে পারেন।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ তার স্বনির্বাচিত কর্মে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে।

অর্থাৎ সে তার দুনিয়াবী কর্মে যেভাবে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে; অনুরূপভাবে সে তার আখিরাতের পথেও এভাবে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। বরং আখিরাতের পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চেয়ে আরো বেশি সুস্পষ্ট। কারণ আখিরাতের পথগুলোর বর্ণনাকারী আল্লাহ্তাআলা নিজে; তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থে ও তাঁর রাসূলের মুখে। তাই আখিরাতের পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তা সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার পথগুলো ধরে অগ্রসর হয়; যার ফলাফলের গ্যারান্টি নাই। কিন্তু আখিরাতের পথগুলো বর্জন করে; অথচ সেগুলোর ফলাফল গ্যারান্টিযুক্ত ও সুনিশ্চিত; কেননা এর ফলাফল আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত। আল্লাহ্তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

এই আলোচনার পর আমরা বলব: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা তাদের আকিদা-বিশ্বাস এভাবে ঠিক করেছেন যে, মানুষ নিজ ইচ্ছায় তার কর্ম করে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে কথা বলে। কিন্তু তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের অনুবর্তী।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঈমান রাখে যে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় তাঁর হেকমত (প্রজ্ঞা)-র অনুবর্তী। আল্লাহ্র তাআলার হেকমত বর্জিত কোন অভিপ্রায় নাই; বরং তাঁর অভিপ্রায় তাঁর হেকমতের অনুবর্তী। কেননা আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে রয়েছে الحكيم "আল-হাকীম" (বিচারক, নিপুণ ও প্রজ্ঞাবান)। "আল-হাকীম" হচ্ছেন— যিনি সবকিছুর অস্তিত্বগত ও আইনগত সিদ্ধান্ত দেন এবং কর্ম ও সৃষ্টির দিকে থেকে সবকিছুকে নিপুণভাবে সম্পাদন করেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে যার জন্য ইচ্ছা হোয়াতে নির্ধারণ করে রাখেন, যার ব্যাপারে জানেন যে সে সত্যকে গ্রহণ করতে চায় ও তার অন্তর সঠিক পথে আছে এবং যে এমন নয় তার জন্য পথভ্রষ্টতা নির্ধারণ করে রাখেন, যার কাছে ইসলামকে পেশ করা হলে তার অন্তর সংকুচিত হয়ে পড়ে যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা এমন ব্যক্তির হোয়াতেপ্রাপ্ত হওয়াকে অস্বীকার করে; তবে যদি না আল্লাহ্তাআলা তাঁর সংকল্পকে নবায়ন করেন এবং তাঁর পূর্ব ইচ্ছাকে অন্য কোন ইচ্ছা দিয়ে পরিবর্তন করে নেন। আল্লাহ্তাআলা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার হেকমত (প্রজ্ঞা)-র দাবী হচ্ছে— হেতুর ফলাফল সাথে সম্পৃক্ত থাকা।"[রিসালা ফিল কাযা ওয়াল ক্বাদর (পৃষ্ঠা-১৪-২১) থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

একজন মুসলিম ক্বাযা ও ক্বাদর (ভাগ্য ও নিয়তি)-এর বিষয়টি যে কর্মের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে তার সাথে এভাবেই বুঝে থাকে। যে কর্মের উপর তার সুখ ও দুঃখ নির্ভর করে। হোয়াতেপ্রাপ্তি ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ হচ্ছে— নেক আমল। আল্লাহ্তাআলা বলেন: "এই হল জান্নাত; তোমাদের কর্মের প্রতিদানে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।"[সূরা আরাফ, ৭:৪৩] তিনি আরও বলেন: "তোমরা যেসব (ভাল) কাজ করতে তার প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ কর।"[সূরা নাহল, ১৬:৩২] আর পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের প্রবেশের কারণ হচ্ছে— আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেন: "তারপর অন্যায়কারীদেরকে বলা হবে, 'চিরন্তন

শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা যা উপার্জন করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।"[সূরা ইউনুস, ১০:৫২] তিনি আরও বলেন: "তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।"[সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:১৪]

এভাবে বুঝলে একজন মুসলিম সঠিক পথে তার প্রথম পদক্ষেপ ফেলতে পারবে। সে তার জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহ্র পথে আমল করা ছাড়া নষ্ট করবে না। একই সময়ে সে তার রবের প্রতি বিনয়ী থাকবে এবং উপলব্ধি করবে যে, তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও জমিনের নিয়ন্ত্রণ। তখন সে সার্বক্ষণিক তাঁর কাছে ভিখারি হয়ে থাকা ও তাঁর তাওফিকপ্রাপ্তির প্রয়োজন অনুভব করবে।

আমরা আল্লাহ্তাআলার কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য হিদায়েতপ্রাপ্তি এবং সকল ভাল কর্মের তাওফিক প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।